জেলা সংবাদ -এর পর্দায়
COMING SOON
হ্যালো উকিল বাবু
নজর রাখুন
সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে LIVE PROGRAM -এ অংশ গ্রহনে আগ্রহী আইনজীবী
নাম/ঠিকানা/ফোন নং আমাদের 7047030922 Whatsapp করুন।
Follow US on Subscribe US on YouTube www.zillasdngbad.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 27 ❑ 21 Sept., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

রসিকদের জন্য সুখবর দিল বাংলাদেশ সরকার

পুজোর আগে ঢুকছে বাংলার ইলিশ

জয় চক্রবর্তী : দুর্গা পুজোর আগেই ভোজন রসিকদের জন্য সুখবর দিল বাংলাদেশ সরকার। ভারতে ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়ে বুধবার বাংলাদেশের বাণিজ্য দপ্তর একটি নির্দেশ প্রকাশ করেছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দুপুরের ট্রাকে করে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে পেট্রাপোল বন্দরে ঢুকল পদ্মার রুপালি ইলিশ। বন্দরের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এদিন মোট নটি ট্রাকে ৪০ থেকে ৪৫ টন ইলিশ মাছ বন্দরে আসছে। তবে প্রত্যেক ইলিশের ওজন ৭০০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি ওজনের। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের তরফে ৩,৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির অনুমতি মিলেছে। বাংলাদেশের ৭৯টি সংস্থা এ দেশের দুর্গা পূজা উপলক্ষে ইলিশ রপ্তানি করবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক রপ্তানিকারী মাত্র ৫০টন ইলিশ রপ্তানি করতে পারবে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে পশ্চিমবঙ্গে রপ্তানির কাজ। শনিবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাইকারি বাজারে ঢুকে পড়তে পারে বাংলাদেশী ইলিশ। শুরুর দিকে দাম হয়তো একটু বেশি থাকবে। ১ কেজি ইলিশ পাইকারি বাজারে ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে। এদিন সীমান্ত পেরিয়ে পেট্রাপোল বন্দরে ইলিশ ঢুকতেই উৎসাহ দেখা যায় বন্দরের ব্যবসায়ী সহ সেখানকার মানুষজনদের মধ্যে। তারা জানিয়েছেন, বছরভর অপেক্ষা করে থাকি বাংলাদেশের ইলিশের জন্য। পুজোর আগে মাছ এল। এতে আমরা ভীষণ খুশি। তবে বাজারে দাম কত হবে তা এখনো নির্ধারণ হয়নি।

প্রসঙ্গত ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ইলিশ রফতানি বন্ধ ছিল। ২০১৯ সাল থেকে পুনরায় রফতানি শুরু হয়। ২০২০ সালে দুর্গাপুজোর আগে ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানি হয়। বাংলাদেশ বাজারের চাহিদার কারণে বাংলাদেশ সরকার ইলিশ মাছ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু চার বছর পর পুজোর আগে ভোজন রসিকদের জন্য ইলিশ পাঠালো বাংলাদেশ সরকার।

দেশি পিস্তল, ম্যাগজিন, গুলিসহ বিএসএফের জালে পাচারকারী

প্রতিনিধি ঃ সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে সীমান্ত এলাকা থেকে ১

টি দেশীয় পিস্তল, ২ টি ম্যাগজিন এবং ০৫ টি গুলি সহ এক পাচারকারীকে হাতেনাতে আটক করল বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মশ্যমপুর সীমান্ত এলাকায়। বেআইনি অস্ত্র ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার করার অভিযোগে ধৃত পাচারকারীর নাম আলী মন্ডল। বাড়ি বাগদা থানর পাটকেলগাছা এলাকায়।

বিএসএফ জানিয়েছে, আলী মন্ডল আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের সাথে জড়িত

তৃতীয় পাতায়...

সীমান্তে ২৩ কেজি বিদেশি সোনাসহ পাচারকারী ধৃত

প্রতিনিধি ঃ সোনা পাচারের ক্ষেত্রে বড়সড় সাফল্য পেল বিএসএফ। চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতের সোনা এনে মোটর সাইকেলে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রায় ১৪ কোটি টাকার সোনা সহ এক পাচারকারীকে আটক করলো বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার রণঘাট সীমান্ত এলাকায়।

বিএসএফের ডিআইজি সাউথ বেঙ্গল এ কে আর্য বলেন, 'আমাদের জওয়ানেরা

সীমান্ত এলাকায় সব সময় সতর্ক থাকে, সে কারণেই ধারাবাহিকভাবে সোনা পাচার

তৃতীয় পাতায়...

ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত তৃণমূলের প্রাক্তণ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

প্রতিনিধি ঃ জ্বরে আক্রান্ত যুবতীর শ্লীলতা হানির অভিযোগ উঠল এক গ্রাম্য চিকিৎসক তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে। গাইঘাটা থানা এলাকার ঘটনা। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ এমনই ঘটনার খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘ সময় ওই চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ দেখাতে থাকে বাসিন্দারা। বছর ২৪ এর ওই যুবতী ঘটনার কথা জানিয়ে অভিযুক্তর শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হলে পুলিশ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম সুব্রত সরকারকে গ্রেপ্তার করে রবিবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

যুবতী ও তার পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে,ছোটবেলা থেকেই ওই যুবতী ও তার পরিবারের লোকেরা সুব্রত সরকারের কাছে চিকিৎসা করাতেন। ওই যুবতী কলেজ পাস করে বর্তমানে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পাশাপাশি টিউশনি করেন।

তৃতীয় পাতায়...

সীমান্তে প্রায় ১০ লাখ টাকার ওষুধ আটক বিএসএফের

প্রতিনিধি ঃ রাতের অন্ধকারে চোরা পথে দামি ইনজেকশন ট্যাবলেট বাংলাদেশে পাচারে পরিকল্পনা করেছিল দুষ্কৃতীরা। জওয়ানেরা দেখে ফেললে প্যাকেটগুলি ফেলে পালিয়ে যায় ওই পাচারকারীর দল। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার রণঘাট সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, মোট ৪২০ প্যাকেট Asporelix 0.25 সম ইনজেকশন এবং ৬০ প্যাকেট Buserelin 07 mg Injection উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হওয়া ওষুধের আনুমানিক মূল্য ১০ লক্ষ টাকা বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কর্মরত জওয়ানেরা রাত দশটা নাগাদ কয়েকজন চোরাকারবারীকে রণঘাট এলাকায় সীমান্তের কাছে যেতে দেখে। জাওয়ানেরা তাদের ধরতে গেলে পাচারকারীরা লম্বা ঝোপের সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পালানোর সময় তাঁরা দুটি বস্তা ফেলে পালিয়ে যায়। জওয়ানেরা বস্তাগুলির তল্লাশি চালিয়ে তার মধ্যে ওষুধগুলি উদ্ধার করে। আটক করা ওষুধগুলি বাগদা থানার হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

খাল দখল করে বে-আইনি নির্মাণ বেসরকারি স্কুলের, অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ খালের জমি দখল করে বে-আইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠলো। অভিযোগ একটি বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে চারতলা নির্মাণ করছে। বাগদা থানার হেলেঞ্চা এলাকার বিদ্যাসাগর একাডেমি মডেল হাই স্কুলের ঘটনা।

অভিযোগ, ওই বেসরকারি স্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে একটি তিনতলা বিল্ডিং রয়েছে। তারপরেও কোন অনুমতি ছাড়াই চারতলা নির্মাণকার্য চালাচ্ছে। খালের উপর এভাবে নির্মাণ আগামী দিনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ছাত্র-ছাত্রী ও আশ পাশের মানুষের প্রাণহানি ঘটলে তার দায়ভার কে নেবে, প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এই স্কুলে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বর্তমানে এই স্কুলে তিন তলা বিল্ডিং থাকলেও, চার তলা বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ শুরু করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা তমাল বিশ্বাস বলেন 'খাল দখল করে স্কুলটি তৈরি। তাঁর উপর বেআইনিভাবে

তৃতীয় পাতায়...

কবি বিনয় এর জন্মদিনে কবি সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবি 'ফিরে এসো চাকা' কাব্য গ্রন্থের স্রষ্টা কবি বিনয় মজুমদারের ৯০ তম জন্মদিন। এদিন সকাল থেকেই কবির অনুরাগী ও স্থানীয় মানুষজন কবির বাসভবন প্রাঙ্গণের শেষকৃত্য স্থলে নির্মিত স্মৃতি বেদী ও কবির প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মধ্যাহ্নে আয়োজিত কবি সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে কবির অনুরাগী কবিগণ কবি সম্মেলনে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্বনামখ্যাত কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, তমাল লাহা, ড. সুবীর কুমার সেন, বর্ষিয়ান কবি নীলাদ্রি বিশ্বাস, তীর্থঙ্কর মৈত্র, বিভাষ রায় চৌধুরী, অমিত বিশ্বাস ও কবি দেবাশিস চন্দ্র প্রমুখ। বিনয় স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ড. সুবীর কুমার সেন। বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। ছোট্ট সৃজিতা ও প্রতিবন্ধী কবি সুরভি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটির অন্যতম কর্ণধার কবি অমল মণ্ডল ও বৈদ্যনাথ দলপতি জানান, এবারের (২০২৩) চাকা সাহিত্য সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ওপার বাংলার এহসান হায়দার এবং একুশ সাহিত্য পত্রিকার জন্য মনোনীত হয়েছেন ওপার বাংলারই সেজুঁতি বড়ুয়া। বিনয় মেধা সম্মান গবেষক ড. বাসুদেব মণ্ডল, নাট্যকার শুকচাঁদ সরকার পুরস্কার পাবেন সুদীপ সরকার এবং বিনয় স্মারক সম্মানে ভূষিত হবেন হিন্দোল ভট্টাচার্য। সভাপতি অমল বাবু জানান, আগামী ১১ ডিসেম্বর কবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়েজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারগুলি প্রদান করা হবে। কবি বিনয় স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এবং কবিতা আশ্রমের সহযোগিতায় এদিনের কবি বিনয় স্মরণ অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কবিতা আশ্রম প্রকাশনার নতুন বই কবি দেবযানী দাস সিনহার কাব্যগ্রন্থ 'লেটার প্রেসের রূপকথা'। প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট অতিথিরা। ছবি সৌজন্যে "কবিতা আশ্রম" ফেসবুক পেজ।

Digital Signature
Authorised by Emudra
এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❑ সংখ্যা ২৭ ❑ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❑ বৃহস্পতিবার

যুবশক্তিই দেশের ভবিষ্যৎ

দেশের যুবসম্প্রদায় হলো শক্তির উৎস। দেশের মানুষ তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। তারা যদি দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ায় তাহলে সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে কতটা সচেতন, তা একমাত্র তরুণ সমাজই অনুধাবন করতে পারে। এখন তরুণ সমাজকে প্রথমে দেশকে জানতে হবে। দেশের সমাজ সংস্কৃতিকে ভাল করে বুঝতে হবে। নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য সমাজ সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ভারতবর্ষের সংহতি বিনষ্ট করছে। তাই দেশের নাগরিক হিসাবে দেশ সেবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। দেশের জন্য আমরা, দেশ না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব যে বিপর্যস্ত, একথা উপলব্ধি করলে দেশ গঠনের উপযোগিতা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তাই দেশকে গঠন করার লক্ষ্যে দেশের সেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ব্যাপারে সর্বাগ্রে তরুণ সমাজই একমাত্র উপযুক্ত— একথা বলাই বাহুল্য।

তরুণ সমাজকে ভাবতে হবে, রাতের গভীরে ফুটে আছে সকাল, তাকেই নিয়ে আসতে হবে এই জীবনে। যা কিছু অসত্য, যা কিছু মিথ্যা, তাকে অতিক্রম করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা মানবজীবনের সার্থকতা। একথা তরুণ সমাজকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। আমাদের জীবনের সংগ্রামই হলো— অন্ধকার থেকে আলোয় আসা। রাত্রির অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়, একসময় অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠবে সকাল। তখন সবকিছু দৃশ্যমান হয়ে যাবে। অতএব তরুণ সমাজকে জাগ্রত থাকতে হবে, তাদের মাথায় নৈতিকতার আকাশ। সেখানে আলো তাদের ফোটাতেই হবে। মানুষের কাছে তরুণ সমাজ ঝড়ের বার্তা, আগাম জানিয়ে সেটা রোধ করার জন্য তাদের এগিয়ে এসে, সমাজকে কলুষ মুক্ত করার জন্য সতর্ক হয়ে কর্মে প্রবেশ করতে হবে। তরুণ সমাজকে ভাবতে হবে, জীবনের নানান অন্ধকারকে দূর করতে পারলে জীবন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবেই।

বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘট পালন

প্রতিনিধি ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘট পালন করল গয়েশপুর করুণাময়ী মিশন প্রান্তিক নাট্যতীর্থ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংস্থার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বৃষ্টির মধ্যেই সংস্থার মহলাকক্ষে পালিত হলো বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘট ও বৃক্ষ রোপন। সংস্থার মহিলা সদস্যারা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে বিশ্বের সকলের মানুষের কাছে বার্তা পাঠায় ,এভাবে নয়, প্রকৃতির এই দুঃসময়ের জন্য আমরাই দায়ী। এ ব্যবস্থা আমাদের পাল্টাতে হবে। সমস্ত ছোট ছোট শিশুরা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আজকের এই জলবায়ু ধর্মঘটে সামিল হন, সঙ্গে ছিল মহিলা ও পুরুষ সদস্যরা। সংস্থার কর্ণধার অনিমেষ বসাক বলেন, প্রকৃতির জলবায়ুর এই খামখেয়ালিপনার জন্য আমরাই দায়ী, এখনো সময় আছে আমাদেরকে পরিবর্তিত হতে হবে, চারিদিকে গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে, আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, আমরা গাছ লাগিয়ে চলেছি, আপনারাও আসুন, আমাদের সঙ্গে সামিল হন, বছরে অন্তত একটি করে গাছ লাগান, তাতেই পৃথিবী সবুজে পরিপূর্ণ হবে, অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে, আমাদের আগামী প্রজন্ম ভালোভাবে বাঁচতে পারবে।

সবশেষে গয়েশপুর করুণাময়ী মিশন প্রান্তিক নাট্যতীর্থ প্রযোজিত নাটক "হিজল ভাই শিমুল বোন" পরিবেশিত হল। নাটককার মৃনাল কান্তি দাশ, পরিচালনায় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সৃজনে অনিমেষ বসাক।

উপহার ও তার হাল-হকিকত কথা

উপহার হয়ে থাকে বিভিন্ন চরিত্রের। কখনও-বা উৎকোচ, আবার কখনও-বা পুরস্কার, দক্ষিণা, দান ইত্যাদি শব্দের সমার্থক হয়ে ওঠে। উপহার নিয়ে যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয় কাহিনি বা ঘটনা আছে অনেক, তেমনি আবার উপহার প্রত্যাহার বা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও বাস্তবে ঘটে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এমন ঘটনার অজস্র নিদর্শন। উপহারের অতীত বর্তমান নিয়ে লিখেছেন— **নির্মল বিশ্বাস**

গত সপ্তাহের পর...

পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটের রাজা সামোরিনকে কী উপহার দেবেন? এরপর তিনি বারোটি ডোরাকাটা বস্ত্র, চারখানা রক্তাভ বস্ত্রখণ্ড, ছটা টুপি, চারটি প্রবালের মালা, ছয়টি হাত ধোয়ার পাত্র, একপাত্র চিনি, দু-পাত্র তেল আর মধু সাজিয়ে যখন সামোরিনের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন দেশি-বিদেশি বণিকরা তো হেসেই খুন। তিনি একজন রাজা, তার জন্য সামান্য 'ভেট'।

এখনও আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষে বিদেশি কায়দায় কার্ড বিলির মধ্যে "বেস্ট উইশেস", "উইথ লাভ" আর "শুভেচ্ছা"-র ছড়াছড়ি। অনেকে আবার কাব্যও করে দু-চার লাইন ছড়া বা কবিতা লিখে পাঠান। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত লোকদের কার্ড হচ্ছে রুচিসম্পন্ন।

ইংল্যান্ডে নতুন বছরের প্রথম দিনে রাজপ্রাসাদের মন্ত্রী থেকে ঝাড়ুদার অবধি সকলকে কিছু না কিছু উপহার দিতেন রানি এলিজাবেথ। সে উপহার সোনার নেকলেস থেকে শুরু হতো আর শেষ হতো একজোড়া মামুলি মোজাতে।

তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা বলা যাবে না। তবে বেশির ভাগটাই প্রথাগত। এতে চমকের কিছু নেই। খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে নতুন বছরের প্রথম দিন আত্মীয়-পরিজনদেরকে উপহার দেওয়ার রীতি একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় ঘটনা। এরকম একটি প্রথাগত অথচ চমকপ্রদ উপহারের কাহিনি বা ঘটনা এ-প্রসঙ্গে বলা যেতেই পারে। ফ্রান্সের অমিতব্যয়ী রাজা ও রানি ষষ্ঠ চার্লস ও তাঁর স্ত্রী ইসাবেল উপহারটির মুখ্য নায়ক। ১৪০৩ সালে পয়লা জানুয়ারি ইসাবেল ষষ্ঠ চার্লসকে একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল উপহার দেন। রাজার জন্য তৈরি করান একটি নিজস্ব মন্দির। আগেরটা বদলে নতুন ভজনালয় বানালেন ইসাবেল। নতুনটি

সম্পূর্ণ সোনা ও রত্ন খচিত। যার অভিনবত্ব ছিল শিশুকালে ম্যাডনার মূর্তির দক্ষিণ পদপার্শ্বে নতজানু তোরণ। সেখানে এক নাইট একটি সুসজ্জিত রাজঅশ্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অসাধারণ উপহার দেখে রাজা চমকে ওঠেন। চমকে ওঠার কারণ ছিল খরচের কথা শুনে। এই উপহারটি তৈরি করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কোষাগারের ঝড় সামাল দিতে ইসাবেল শেষ পর্যন্ত পুরনো ভজনালয়টি যথাস্থানে রেখে নতুনটি তাঁর ভাইয়ের কাছে বন্দক রাখলেন ব্যা ভেরিয়ার। ওই ঋণ আজীবন চেষ্টা করেও ইসাবেল পরিশোধ করতে পারেননি। আজও আলট্রেটিং কোষাগারে ভজনালয়টি রয়েছে।

আবার আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই রাজা বা সামন্তদের যুদ্ধের সময় পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যও উপহার দেওয়ার প্রথা ছিল। তবে এ উপহারের সঙ্গে স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত ছিল। তেমনই এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জার্মানির রাজা ষষ্ঠ চার্লস দুজন ধনকুবেরের কাছ থেকে যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য কম করে বারো টন সোনা নিলেন। সেই ধনকুবেরের নাম বার্থোলমি ওয়েলসার ও অ্যানথনি ওয়েলসার। বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে বারো টন সোনার আনুমানিক মূল্য ছিল প্রায় তেরো কোটি পাউন্ড। এর প্রতিদানে চার্লস সম্পদশালী ভেনেজুয়েলা অঞ্চলটি তাঁদের দুজনকে উপহার দেন।

চলবে...

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

রামকৃষ্ণের জন্মভূমিতে আমরা

অজয় মজুমদার

পর্ব-১

রামকৃষ্ণের জন্মস্থানে কয়েকদিন আমাদের থাকার ইচ্ছা জেগেছিল। সেই মতো কামারপুকুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে ই.মেইল করে থাকার জন্য ঘর চাইলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত মহারাজের কাছে। মহারাজ আমাদের ইচ্ছা পুরন করে, অনুমতিপত্র পাঠিয়েছিলেন ই.মেইলে।

আমরা বনগাঁ থেকে রওনা হলাম সকাল সাড়ে ছ'টায়। বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা কামারপুকুর পৌঁছালাম। তখন আশ্রম বন্ধই থাকে। বেলা চারটে থেকে আশ্রম আবার খোলে। একদম সময় নষ্ট না করে আমরা পাশের হোটেল থেকে খেয়ে নিলাম। ভালোই খাবার। এবার আমরা একটা টোটো ভাড়া করে কামারপুকুরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে বের হলাম। কামারপুকুর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার, আরামবাগ মহকুমার একটি গ্রাম। কামারপুকুর গোঘাট-২ বিডিও অফিসের সদর দপ্তর। এই গ্রামে একজন মহাত্মার জন্ম, তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস। কামারপুকুর গ্রামের আদি নাম ছিল সুকলাল গঞ্জ। গ্রামের আদি জমিদার সুখলাল গোস্বামী। তাঁর নামেই নামকরণ হয় সুকলাল গঞ্জ। অনেকের মতে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভিক্ষা মাতা ধনী-কামারিনীর পিতৃ কুলের কোন এক ব্যক্তির সহায়তায় , স্থানীয় শাসন কর্তা মানিক রাজাকে দিয়ে একটি পুকুর খনন করেছিলেন। সেই পুকুর কামারদের পুকুর' নামে পরিচিত ছিল। এই নাম থেকেই গ্রামের নাম কামারপুকুর হয়েছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছোট বেলার ডাক নাম ছিল গদাধর। শুভ উপনয়নের সময় অন্তর্যামী গদাধর গো ধরেন ধনী কামারিনী ছাড়া কারো কাছে ভিক্ষা নেবেন না। প্রান চেয়েছে ধনীকে ভিক্ষা মাতা হিসাবে পাওয়ার। লোকাচার ও সামাজিক বিধি-নিষেধ তাকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত গদাধরের ইচ্ছাই পুরন হল ও বাল্যবিধবা ও নিঃসন্তান ধনী কামারিনী হলেন মহা ভাগ্যবতী। ত্রিভুবনকে যিনি ভিক্ষা দিয়ে বেড়ান, তাকেই তিনি ভিক্ষা দিলেন। বাংলার আর পাঁচটি গ্রামের মতোই এই গ্রামেও অনেক দেব দেবীর মন্দির ছিল। তবে এখানে শিব মন্দিরের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি। গ্রামের মানুষেরা শিবরাত্রি, গাজন, হরিবাসর ও হরিনামের সংকীর্তনে উৎসাহী ছিল। তবে বিষ্ণু, কালী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী ও ধর্ম ঠাকুরের পূজা হত। এই ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছোটবেলা কাটে। ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছর ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই গ্রামে বসবাস করেন। পরে গদাই দক্ষিণেশ্বর- এ চলে যান বড়ভাই রামঠাকুরের সঙ্গে, তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য। ১৮৮০ সালের শেষবার কামারপুকুর আসেন। বালক গদাধরের এর জন্ম রহস্য নিয়ে কিছু কথা জানা দরকার। ধনী কামারিনি ছিলেন বালক গদাধরের ভিক্ষা মাতা ও চন্দ্রমণি দেবীর ঘনিষ্ঠ সহচরী। তাঁরই বাড়ির উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও গদাধর এর জন্ম হয় ঢেঁকিসালে জন্মের পর তিনি ধানসিদ্ধ করা উনানের মধ্যে গড়িয়ে পড়েন। ধনী মাতাই উনুনের ছাঁই মাখা নবজাত দেবশিশুকে সর্বাগ্রে দর্শন, স্পর্শ ও পরিচর্যাদি করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যশোদা মা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে লালন পালন করেছিলেন, ধনী মা'ও বালক গদাধরকে লালন পালন করেছিলেন।

আমরা টোটো করে ঘুরলাম। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণের ছোটবেলার নাম গদাই। গদাই লাহাদের পাঠশালায়, একদিনই পড়তে এসেছিল। টোটো ড্রাইভারের জীবন্ত বর্ণনায় মনে হয়েছিল গদাই এখনো বসে ক্লাস করছেন। লাহাদের পাঠশালাকে সুন্দর করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। রঘুবীরের মন্দির দেখলাম। সেখানেই ছিল নাট্যমঞ্চ। ঠাকুর অভিনয় করে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। সেই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন পাঁচ বছরের মা সারদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেখানেই সারদাকে আঙ্গুল তুলে তার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে দেখিয়েছিলেন। আশ্রমের মধ্যে রয়েছে একটি প্রাচীন আম গাছ। এই আমগাছটি ঠাকুর নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন। আম গাছে বিভিন্ন ঠেকনা দিয়ে গাছটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এই গাছে এখনও প্রচুর আম হয়। এখানে রয়েছে যোগী ও শিব মন্দির। আমাদের গেস্ট হাউজের পেছনে ছিল হালদার পুকুর। এই পুকুরেই ঠাকুর ছোট বেলায় বন্ধুদের নিয়ে সাঁতার কেটেছেন। আমারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রসাদ গ্রহন করতাম। সকাল সাড়ে ছটায় চা ব্রেকফাস্ট, বেলা ১১.৩০ টায় দুপুরের প্রসাদ, বিকাল চারটেই চা বিস্কুট এবং রাত ন'টায় রাতের প্রসাদ পেতাম। সবই নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্ঠা সহকারে লাইন করে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসতে হতো প্রত্যেকদিন। এক হাজার মানুষের প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা। একটা শৃঙ্খলায় জীবনের মধ্যে আমরা ছিলাম। সকাল পাঁচটা থেকে প্রভাতী অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে মনে একটা আনন্দ নিয়ে ফিরতাম। আমরা ওখানে যখন ছিলাম তখন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সংগীত পরিবেশন করেছিলেন শ্রীমৎস্বামী কল্যাণেশানন্দজী মহারাজ।

তারপরেই অনুষ্ঠানের ঘোষক ঘোষণা করলেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় এবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পুরস্কার পেয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন সেই স্বামী কল্যাণেশানন্দজী মহারাজ। তাঁর মধুময় রামকৃষ্ণ সংগীত পরিবেশন আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সান্ধ্যকালিন আরতীর পর রোজই রামকৃষ্ণ অনুষ্ঠান ও "কথামৃত থেকে পাঠ চলে। কামারপুকুরকে জানতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে ধর্মদাস লাহাকে। ১৭৯৮ থেকে ১৮৬০ হুগলি জেলার পশ্চিমাংশে কামারপুকুরের জমিদার ছিলেন ধর্মদাস লাহা ও তিনি লাহা বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তার সঙ্গে ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর এক জমিদার সুখলাল গোস্বামী সঙ্গে ছিল। অভিন্ন মিত্রতা সুখলাল গোস্বামী ঐকান্তিক চেষ্টায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে দেরিয়াপুর থেকে কামারপুকুর চলে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন। ধর্মদাস লাহা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, প্রজা দরদী। তখন নানা উৎসব যেমন, যাত্রা গান, পালা গান, কীর্তন, রাস উৎসব, দুর্গোৎসব ইত্যাদি প্রায় সারা বছরই লেগে থাকত। তিনি শিক্ষার জন্য পাঠশালা, পানীয় জলের জন্য পুকুর খনন ও সাধুসন্ত সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এছাড়াও তার সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মহিলা চন্দ্রমণি দেবীর ছিল সখ্যতা। লালাবাবুর বড় মেয়ে প্রসন্নময়ী বালক গদাধরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে দেখতেন।

চলবে...

আবারও বনগাঁ ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পদে বহাল থাকলেন আইনজীবী সমীর দাস। সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নিয়ে ৯ বার সম্পাদক হলে তিনি। তথ্য ঃ **আইনজীবী জয়দেব হালদার**

চাঁদপাড়ায় রেল হকার্স ইউনিয়নের বিশ্বকর্মা আরাধনা ও ট্রেন পুজো

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও মহাসমারোহে বিশ্বকর্মা পুজো এবং সেই সঙ্গে ট্রেন পুজোর আয়োজন করে আই.এন.টি.টি.ইউ.সি. রেল হকার্স ইউনিয়ন এর চাঁদপাড়া শাখার সদস্যগণ। গত ১৮ সেপ্টেম্বর সকালেই সংগঠনের সদস্য হকারগন ট্রেন পুজোর সমস্ত আয়োজন করে প্ল্যাটফর্মে চলে আসেন। সঙ্গে তাঁদের অনেকের পরিবারের সদস্যগণও ট্রেন পুজোয় অংশ নিতে প্ল্যাটফর্মে ভিড় জমান। সাথে পুজোর সরঞ্জাম, পুরোহিত ও মহিলা ঢাকীদের ঢাক বাদন ট্রেন পুজোকে আকর্ষনীয় করে তোলে। সংগঠনের সভাপতি নিরাপদ দাস ও সম্পাদক আশুতোষ বালার উদ্যোগে আয়োজিত ট্রেন পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আই এন টিটি ইউ সি'র গাইঘাটা ব্লক -২ এর সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সমীর হাজরা (বাপী)।

১০টা ১৭ মিনিটের আপ বনগাঁ লোকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ চাঁদপাড়া ষ্টেশনের ২ নং প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছালে হকার্স ইউনিয়নের সদস্যগণ গার্ডের কামরার পেছনে বিশ্বকর্মার ছবি লাগিয়ে কলাগাছ, সংগঠনের পাতাকা, ঘুড়ি ও ফুল মালায় ট্রেন সাজান। সাজানো হলে মহিলা ঢাকীদের বাজনা, সদস্যদের সমবেত কণ্ঠে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের জয়ধ্বনির মধ্যে নারকেল ফাটিয়ে পুজোর সূচনা করেন ইউনিয়নের ব্লক সভাপতি সমীর হাজরা। পুরোহিত অল্প সময়ের মধ্যে পুজো সারেন, পুজো শেষ হতেই ট্রেন বনগাঁ অভিমুখে যাত্রা করে। দুটি প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়ানো বহু মানুষ আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে পুজো ও অনুষ্ঠান দর্শন করেন। পুজোর শেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি মুখ করান সংগঠনের সদস্যরা। ট্রেন পুজো শেষে ষ্টেশন সংলগ্ন সংগঠনের কার্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত পুজো মণ্ডপে বিশ্বকর্মা পুজো সম্পন্ন হয়। সম্পাদক শ্রীবালা জানান, মঙ্গলবার পুজো মণ্ডপে বাউল সংগীতানুষ্ঠান ও বুধবার নরনারায়ণ সেবার আয়োজন রয়েছে। আয়োজিত পুজো ও অনুষ্ঠানকে ঘিরে সকল সদসদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর নাটকের সেমিনার

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ১৫ সেপ্টেম্বর নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাটকের দল মৃদঙ্গম এক নাট্য আলোচনা সভার আয়োজন করে। এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার মহলা কক্ষে 'গোবরডাঙার নাট্য চর্চায় নারীর অবদান' শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য আশিস চট্টোপাধ্যায়, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও গবেষক পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী সোমা মজুমদার। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাপস হালদার, মৃদঙ্গম এর কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক বরুণ কর সকলকে স্বাগত জানান।

শুরুতে সংস্থার সম্পাদিকা সৌমিতা দত্ত বনিক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভার সার্থকতা কামনা করেন। সভামুখ্য

তাপস বাবু বাংলা নাট্য জগতের সূচনায় বিনোদিনী, তারা সুন্দরী থেকে শুরু করে গোবরডাঙার নাট্য আন্দোলনে সদ্য প্রয়াতা বিশিষ্ট অভিনেত্রী দীপা ব্রহ্মের অবদান স্মরণ করেন, অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাগণ জানান, ১৯১১-২০১২ সালে গোবরডাঙার আর্য রঙ্গভূমি নামে একটি নাট্যদল গড়ে ওঠে। তারা প্রথমে যাত্রাপালা দিয়ে অভিনয় শুরু করলেও পরে নাট্য প্রযোজনা শুরু করেন। সে সময় পুরষরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করতো সীতা নাটকেই প্রথম লব ও কুশের চরিত্রে দুটি মেয়ে অংশ নেন। পরের বছর গোবরডাঙার পুষ্পলতা দাঁ চন্দ্রগুপ্ত নাটকে নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপর গোবরডাঙায় মহিলা শিল্পী সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাখী নামের এক মহিলা ১৯৫২ সালে নাট্য পরিচলনা করেন। ১৯৫৫ তে বীণা দাসের উদ্যোগে মহিলা নাট্য সমাজ গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অর্থানুকূল্যে মৃদঙ্গম আয়োজিত এদিনের নাট্য আলোচনা সার্থকতা লাভ করে।

খাল দখল করে বে-আইনি নির্মাণ

প্রথমপাতার পর...

চারতলা তৈরি করা হচ্ছে। এভাবে নির্মাণ করায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেমন নষ্ট হচ্ছে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের চিন্তা করে এই বিল্ডিং নির্মাণ বন্ধের জন্য থানা বিডিও বিএলআরও ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কোন রকম বেআইনি নির্মাণ করছেন না। জমির সমস্ত নথিপত্র রয়েছে। জমির মালিক রবীন্দ্রনাথ দাস বলেন, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছে। স্থানীয় হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুপা হালদার বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। বেআইনি নির্মাণ হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাগদার বি এল আর ও নির্মল কুমার বলেন 'গতকাল বিকেলে একটি অভিযোগ পেয়েছি। আমরা তদন্ত করে দেখব। যদি বেআইনি নির্মাণ হয় আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিদেশি সোনাসহ পাচারকারী ধৃত

প্রথমপাতার পর...

রুখতে সাফল্য মিলছে। প্রায় ১৪ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে ৫০টি সোনার বিস্কুট ও ১৬টি সোনার বার উদ্ধার হয়েছে। যার ওজন প্রায় ২৩ কেজি। ধৃত পাচারকারীর নাম ইন্দ্রজিৎ পাত্র। বাড়ি বাগদার কুলিয়া গ্রামে। জুতো মোটরসাইকেল এর ভেতরে লুকিয়ে সোনাগুলি নিয়ে আসছিল। এদিন সন্ধ্যায় জওয়ানরা এক সন্দেহজনক বাইক আরোহীকে ভ্যান মোড়ের দিকে আসতে দেখে। বাইক আরোহী কাছাকাছি এলে জওয়ানরা তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ধৃত সে সময় বাইক ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে। তল্লাশি করে বাইকের এয়ার ফিল্টার থেকে সোনার বিশাল চালান খুঁজে পায়। জওয়ানরা সোনা বাজেয়াপ্ত করে। ধৃত পাচারকারী ও বাজেয়াপ্ত সোনা বাগদা কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

বিএসএফের জালে পাচারকারী

প্রথমপাতার পর...

থাকার কথা স্বীকার করেছে। পালিয়ে যাওয়া পাচারকারীর সন্ধান চালানো হচ্ছে। শনিবার সাড়ে নটা নাগাদ জওয়ানেরা সীমান্ত লাগোয়া কলা বাগানে দুইজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখতে পায়, যারা নকল কৃষকের ছদ্মবেশে ছিল। জওয়ানরা তাদের ধরার জন্য এগিয়ে যেতেই তারা ঘটনাস্থল থেকে পালাতে শুরু করে। জওয়ানরা ধাওয়া করে একজনকে ধরে ফেলে, যার কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র গুলি উদ্ধার হয়। গুলি বন্দুকসহ পাচারকারীকে বাগদা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বিএসএফের পক্ষ থেকে।

স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া অভিযান গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা হাই স্কুলে

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের সাথে সম্প্রতি স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া অভিযান সম্পন্ন হয়। গাইঘাটা ব্লকের ঝাউডাঙ্গা সম্মিলনী হাই স্কুলে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সাধারণ মানুষের সাথে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীগণকেও শামিল করা। শুধু তাই নয়, এই প্রকল্পে পাক্ষিক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষালয়ের সকল পড়ুয়া, শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী এবং সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের অভিভাবকগণকেও স্বচ্ছ নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন করা।

গাইঘাটা ঝাউডাঙ্গা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যলয়ের পরিবেশপ্রেমী প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন রায় জানান, সরকারি নির্দেশ মতো গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের সকল পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকগন ও এই পাখওয়াড়া বা স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নেন। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সভা, পরে পক্ষকাল ব্যাপী নানা কর্মসূচী পালন করা হয়। প্রধান শিক্ষক কালি বাবু জানান, শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষ, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, পার্শ্ববর্তী রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, হাত ধোওয়া, ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করা হয়। এছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন, প্রবন্ধ রচনা, কবিতা লেখা ও আবৃত্তি করা, স্লোগান লেখা, বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রধান শিক্ষক শ্রী রায় আরোও জানান, এই সমস্ত কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ হবে। নিজের ও পার্শ্ববর্তী এলেকার পরিবেশ স্বচ্ছ ও নির্মল করে তোলার মাধ্যমে নিজেকে ও পরিবারের মানুষজনকে সুস্থ্য রাখা সম্ভব হবে। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল শিক্ষার্থীগণকে পুরস্কৃত

করা হয় বলে প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন বাবু আরোও জানালেন। এলেকাবাসী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই মহতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।

গাজনায় নিগমানন্দ মিশনের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

নীরেশ ভৌমিকঃ নিগমানন্দ মিশন হালিশহর এর উদ্যোগে গাইঘাটার গাজনা গ্রামের স্থানীয় গুরু ভাইদের ব্যবস্থাপনায় এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর গাইঘাটা পূর্ব চক্রের গাজনা এফ পি স্কুলে অনুষ্ঠিত শিবিরে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সুটিয়া অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান পম্পা পাল, গাইঘাটার ইচ্ছাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক মণ্ডল, সুটিয়া হাই স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রঞ্জন কর্মকার, জাতীয় শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ড. নিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় গুরু ভাই ও স্বনাম খ্যাত বিশিষ্ট অভিনেতা ভাস্কর চক্রবর্তী, ছিলেন হালিশহর নিগমানন্দ মিশনের কার্যকরি সম্পাদক প্রণবেশ চৈতন্য মহারাজ প্রমুখ।

চৈতন্য মহারাজ তাঁর ভাষণে গুরুদেব নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজের জীবন কর্ম বাণী ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরাও এই মিশনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন সহ বিভিন্ন সেবা মূলক কাজকর্মের ভূয়যী প্রশংসা করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এদিনের স্বেচ্ছা রক্ত দান শিবিরে ৪০ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতা রক্তদান করেন। বিশিষ্ট জনেরা শিবিরের উদ্যোক্তা ও স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক ডাঃ গোপাল পোদ্দার রক্তদানের সুবিধা অসুবিধাগুলি এবং কারা রক্ত দিতে পারবেন ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরে স্বেচ্ছা রক্তদানের স্বপক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। বিশিষ্ট গুরুভাই ও মিশনের অন্যতম সেবক অভিজিৎ সেনগুপ্তের পরিচালনায় মিশন আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান সহ এদিনের সমগ্র কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে।

ইফকোর কৃষি আলোচনা চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের অন্যতম প্রধান সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকোর উদ্যোগে এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয় বনগাঁর বলিয়ানপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাগৃহে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে সমবায় সমিতির ব্যবস্থপনায় অনুষ্ঠিত কৃষি আলোচনা চক্রে সমিতির ৪৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোম্পানির জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ন্যানো ডিএ পি (তরল) সারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে জমি ও ফসলে এই সার ব্যবহারের পদ্ধতি ব্যক্ত করেন। কৃষকদের সামনে ইফকোর সাগরিকা, বায়ো ফার্টিলাইজার, প্রাকৃতিক পটাশ ইত্যাদি সারের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন সার বিশেষজ্ঞ মিঃ ঝা।

রবিবার রাইডার কমিউনিটি অফ বেঙ্গল-এর পক্ষ থেকে নদীয়ার মঙ্গলগঞ্জ নীলকুঠি প্রাঙ্গণে সচেতনতামূলক বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয় । ছবি- সায়ন ঘোষ

মাইম একাডেমীর নতুন প্রয়োজনা সুন্দরবন ম্যান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার তাদের নতুন প্রযোজনা মুকাভিনয় নাটক সুন্দরবন ম্যান মঞ্চস্থ করে গত ১৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয় হাজরাতলার জানকি মঞ্চে। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষজনের জীবন যাত্রা, বেঁচে থাকার লড়াই। জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘের রক্ত চক্ষু এড়িয়ে মাছ ধরে, নয়তো মধু সংগ্রহ করে জীবন জীবিকা রক্ষা করে চলেছেন।

জলে জঙ্গলের জীবন সংগ্রামে জয়ী সুন্দরবনের সাধারন মানুষের লড়াই এর কাহিনী নিয়ে রচিত সুন্দরবন মন নাটকটি প্রথম দর্শনেই সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। মাইম একাডেমীর কর্ণধার চন্দ্রকান্ত শিরালী ও ধীমান সমাদ্দারের নির্দেশনায় পরিবেশিত মুকাভিনয়, উপস্থিত দর্শকদের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। আলো সঞ্জয় নাথ, আবহ পার্থপ্রতিম ঘরামী, সাজ সজ্জা বাঁধন বোস, পোষাক রুপী বিশ্বাস ও প্রধান উপদেষ্টা শিবপ্রসাদ দাস প্রমুখের আন্তরিক প্রয়াসে মাইম একাডেমীর নবতম প্রযোজনা মূকাভিনয় সুন্দরবন ম্যান মাইম একাডেমীর অন্যতম একটি সার্থক প্রযোজনা বলা চলে।

ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত

প্রথমপাতার পর...

যুবতী জানিয়েছেন, একদিন সন্ধ্যায় টিউশনি করে ফেরার পথে তার জ্বর বেশি থাকায় ওই চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। সে সময় চেম্বারে কেউ ছিলনা। অভিযোগ, ওষুধ নিয়ে বেরোনোর সময় হঠাৎই অভিযুক্ত তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। তাকে কিস করে। যুবতী ছাড়িয়ে বেরোতে গেলে তাকে জোরজবরদস্তি করতে থাকে। এরপরে ওই যুবতী কোনভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির লোকের কাছে সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে সুব্রত সরকারের চেম্বারের সামনে ভিড় করে গ্রামের লোকেরা। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা ও যুবতীর পরিবারের লোকেরা স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে ওই অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

যুবতীর পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, 'অভিযুক্ত সুব্রত সরকার এর আগেও এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটিয়েছেন। অর্থের জোরে ক্ষমতার জোরে ঘটনাগুলো ধামাচাপা দিয়েছে। এবার তার কঠিন শাস্তি চাই। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, "যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। তৃণমূল জামানায় এটাই চলছে। ওই নেতার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত।"

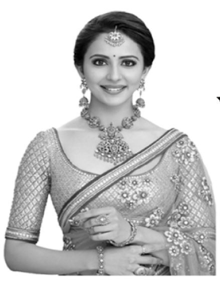

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ	বাটার মোড়, বনগাঁ	মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**